ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

গ্রন্থ পর্যালোচনা

ইসলামী আইনের উৎস

লেখক : মুহাম্মদ রুহুল আমিন, প্রকাশক : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩, ISBN : 978-984-90208-6-8, মোট পৃষ্ঠা : ৩১২, মূল্য : ৩০০/-

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগাল এইড সেন্টার, ঢাকা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত "ইসলামী আইনের উৎস" (Sources of Islamic Law) শীর্ষক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ইসলামী আইন বিষয়ক রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। গ্রন্থটির লেখক আন্তজার্তিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ বিভাগে পিএইচ.ডি গবেষণারত বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মুহাম্মদ রুহুল আমিন ইতোমধ্যে ইসলামী আইন-বিচার, শাসনব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনীতি-ব্যাংক-ফাইন্যান্স বিষয়ক চিন্তাধর্মী রচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের বোদ্ধমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছেন। "ইসলামী আইনের উৎস" গ্রন্থটি অতি অল্প সময়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইসলামী আইনের বহুমাত্রিক উৎসের বর্ণনার মাধ্যমে এর নিত্যতা, স্থায়িত্ব ও সার্বজনীনতা প্রমাণই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। যেসব বিষয় ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদগণ একমত পোষণ করেছেন এবং যেসব বিষয়ের ব্যাপারে তাঁরা মতভেদ করেছেন এ দু'ধরনের উৎসেরই অবতারণা করে লেখক দেখিয়েছেন, মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ এমন কোন বিষয় নেই যার ইসলামী বিধান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে গ্রন্থটির মুখবন্ধে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাবিতা আল-আলাম আল-ইসলামীর ফিক্‌হ কমিটির সদস্য মাওলানা মুহিউদ্দীন খান মন্তব্য করেছেন, "আমি মনে করি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সভ্যতার উৎকর্ষ, জীবনচারণের পরিবর্তন কোন কিছুই ইসলামী আইনের সার্বজনীনতা ও উপযোগিতাকে যে ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণ করতে পারবে না, গ্রন্থকার তা অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।"

বাংলা একটি সমৃদ্ধ ও প্রাচীন ভাষা হলেও বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষত ইসলামী আইনবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস বেশি দিনের নয়। অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে দীর্ঘদিন যাবত ইসলামী আইনের প্রয়োগ থাকলেও এ বিষয়ক তথ্যগ্রন্থ আরবী ও ফার্সিতে সীমিত ছিল। পরবর্তীতে আরবী ও ফার্সির পাশাপাশি উর্দুও যুক্ত হয়। কিন্তু পিছনে পড়ে থাকে বাংলা। এ কারণেই বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রন্থ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশেষ করে ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিকের উপর

প্রণীত গ্রন্থ সংখ্যা একেবারেই অপ্রতুল। অথচ গুরুত্বের বিচারে এটি শীর্ষস্থানীয়। এ দিকটিই মূলত 'ইসলামী আইনের উৎস' প্রণয়নে গুরুত্ব পেয়েছে। "বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহায়ক এ ধরনের পুস্তকের অভাববোধ থেকে আমরা এ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি" প্রকাশক এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম-এর এ দাবি থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

পনেরো পরিচ্ছেদের পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ মূলত উপক্রমণিকা। এতে লেখক আইন (Law), কানূন (Act), ফিক্‌হ (Islamic Jurisprudence), শরী'য়াহ (Law of Islam) বিষয়ে আলোচনা করে ইসলামী আইনের একটি যথার্থ সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস নিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি এ আইনের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ইসলামী তথা আল্লাহ প্রদত্ত আইনের সাথে পৃথিবীর অন্য কোন আইনের তুলনা হতে পারে না। তবুও তিনি আইনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও মাপকাঠিতে ইসলামী আইনের সাথে মানবরচিত আইনের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। অতঃপর ইসলামী আইনের উৎস বিষয়ক মূল আলোচনা শুরু করেছেন। ইমাম নাজমুদ্দীন তুফী (৬৫৭-৭১৬হি.) ও তাঁর গ্রন্থ "রিসালাতুন ফী রি'য়ায়াতিল মাসলাহা' এর ভাষ্যকার আহমদ আস্-সায়িহ (মৃ. ২০১১খ্রি.) কর্তৃক বর্ণিত ৪৫টি উৎস উল্লেখ করেছেন। তবে লেখক তাঁর গ্রন্থে সব উৎসের আলোচনা বিধৃত করেননি। বরং উৎসগুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। এক: যেসব উৎসের ব্যাপারে শরী'য়াতের আলিমগণের মতৈক্য সম্পন্ন হয়েছে। এ শ্রেণিভুক্ত উৎসের সংখ্যা ৪টি, যথা- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। যদিও শেষোক্ত দুটি উৎসের ব্যাপারে মতানৈক্য কম নয়। এসব উৎসকে তিনি মৌলিক উৎস হিসেবে নামকরণ করেছেন। দুই: যেসব উৎসের ভিত্তিতে বিধান নির্গমনের ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। উপরিউক্ত ৪টি উৎস ব্যতীত বাকি উৎসগুলো এ শ্রেণিভুক্ত করে একে সম্পূরক উৎস হিসেবে নাম দিয়েছেন এবং এ শ্রেণি থেকে আলোচনার জন্য ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ, উরফ, সাদ্দুয যারায়ে', ইসতিসহাব, আমালু আহলিল মাদীনা, কাওলুস সাহাবী, শার'উ মান কাবলানা এ আটটি উৎস বাছাই করেছেন। প্রতিটি উৎসকে পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন।

প্রথম ও প্রধান উৎস আল-কুরআন

ইসলামী আইনের প্রথম ও প্রধান উৎস আল-কুরআন। কুরআনে কোন কিছুর বিধান বর্ণিত হলে অন্য কোন উৎসের দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে লেখক প্রথমেই আল-কুরআনের আলোচনা বিধৃত করেছেন। কুরআনের পরিচয়, অবতরণ, সংরক্ষণ, গ্রন্থবদ্ধকরণ আলোচনার পর এর প্রামাণিকতা বিষয়ে সবিস্তর বর্ণনা এসেছে গ্রন্থটিতে। কুরআনী আইনের সাধারণ মূলনীতি, করণীয়, বর্জনীয় ও ঐচ্ছিক বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের নিজস্ব পদ্ধতি, কুরআন থেকে বিধান নির্ণয়ের নীতিমালা ইত্যাদি প্রামাণ্য আলোচনা গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

সুন্নাহ অহীর অংশ

সুন্নাহ ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের পরেই এর অবস্থান। সুন্নাহর শাখা-প্রশাখা অনেক বিস্তৃত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেক বেশি, আইনী ব্যবস্থাপনা অনেক সূক্ষ্ম। বিভিন্ন প্রকার সুন্নাহর ভিন্ন ভিন্ন আইনী মর্যাদা রয়েছে। ইসলামী আইনের নীতিমালা শাস্ত্রবিদগণ একেক প্রকার সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণের জন্য একেক ধরনের শর্তারোপ করেছেন। বিশেষত আহাদ সুন্নাহর ভিত্তিতে আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মুসলিম মুজতাহিদগণের মতভিন্নতা উল্লেখযোগ্য। লেখক এসব বিষয়ের আলোচনা বিধৃত করার পাশাপাশি আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর পারস্পারিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন প্রকার সুন্নাহর আইনী বৈপরীত্য নিরসনের পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন, সুন্নাহও অহীর অংশ বিধায় সুন্নাহভিত্তিক আইন ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির অবকাশ নেই।

ইজমা‘ ও কিয়াস মূলত ইজতিহাদের সামষ্টিক ও একক রূপ

মহানবী স.-এর ইন্তিকালের মাধ্যমে অহীর ধারা বন্ধ হওয়ার পর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদই নতুন নতুন বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের একমাত্র পদ্ধতিতে পরিণত হয়। সামষ্টিক বা এককভাবে ইজতিহাদ সম্পন্ন করা হয়। কারও কোন একক ইজতিহাদের উপর সমসাময়িক আলিমগণ একমত পোষণ করলে বা তাঁরা একত্রিত হয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোন ইজতিহাদ সম্পন্ন করলে তাকে সামষ্টিক ইজতিহাদ (Collective Ijtihad) বলা হয়। ইজমা‘ মূলত সামষ্টিক ইজতিহাদের ভিন্ন নাম। অন্যদিকে কিয়াসকে একক ইজতিহাদ বলা যেতে পারে এ কারণে যে, মুজতাহিদ নতুন বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্গমনের জন্য পূর্বের বিধানের উপর কিয়াস করে থাকেন। দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে লেখক ইজমা ও কিয়াসের পরিচয়, প্রামাণিকতা, আইনী মর্যাদা, শর্তাবলি, বর্তমান যুগে এর গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন।

ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎস

পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে সম্পূরক উৎসসমূহের (Subordinate Sources) আলোচনা। কাজী তাজুদ্দীন ইবনুস সুবকীর (৭২৭-৭৭১হি.) উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ছাড়া শরী‘য়াতের বিধান নির্গমনের আরও কিছু উৎস রয়েছে, যদিও সেগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের মতানৈক্য রয়েছে। ইসতিহসান (Juristic Preference) বা উত্তম বিধান নির্ধারণ, মাসালিহ মুরসালাহ (Consideration of Public Interest) বা জনকল্যাণ বিবেচনা, উরফ (Customary Law) বা সামাজিক প্রথা, সাদ্দুয যারায়ে‘ (Blocking the means) বা অন্যায়ের উপকরণ রোধকরণ, ইসতিসহাব (Presumption of

continuity) বা পূর্বের বিধান অক্ষুণ্ন রাখা, আমালু আহলিল মদীনা (Acts of Inhabitants of Madinah) বা মদীনাবাসীর কর্ম, কাওলুস সাহাবী (Opinion of companion of the Prophet) বা সাহাবীগণের অভিমত, শারউ মান কাবলানা (Previous Revealed Law) বা পূর্ববর্তী শরী‘য়াত -এ সম্পূরক উৎসগুলোর পরিচিতি, প্রামাণিকতা, প্রকারভেদ, এ সম্পর্কিত মতপার্থক্য, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগের শর্ত বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, যুগ পরিক্রমায় মুজতাহিদগণের উদ্ভাবিত এসব পদ্ধতির অবেদন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। পরিবর্তিত এ আধুনিক বিশ্বেও এসব উৎসের প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয় করা সম্ভব। ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক বিভিন্ন উৎস বর্ণনার পাশাপাশি লেখক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এ বিষয়ক কিছু ভুল ধারণা নিরসনের চেষ্টা করেছেন। যেমন অনেকে রোমান ও সাসানী আইনকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে মনে করেন লেখক ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করে ইসলামী আইনের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে এসে লেখক সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের আরও কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ইসলামী আইন নির্গমনের পদ্ধতি বইয়ে আলোচিত উৎসসমূহের মধ্যে সীমিত নয়। বরং এ সম্পর্কে আরও গবেষণা করে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তিনি মনে করেন, বর্তমান সময়ে আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্গমনের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত উৎসের পাশাপাশি ফিকহী সূত্র (Legal Maxims), তাখরীজ ফিকহী ও মাকাসিদুশ শরী‘য়াহকে (Objectives of Shariah) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিৎ।

গ্রন্থটিতে বিভিন্ন দিক থেকে নতুনত্ব আনার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত দুটি দিক যে কোন পাঠক, গবেষক ও সমালোচকের ইতিবাচক দৃষ্টি কাড়তে বাধ্য। যার প্রথমটি হল, গ্রন্থের শেষে বাংলা, আরবী ও ইংরেজীতে ইসলামী আইনের পরিভাষাসমূহের একটি তালিকা অন্তর্ভুক্তকরণ। দ্বিতীয়ত গ্রন্থপঞ্জিতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম বাংলায় উচ্চারণের পাশাপাশি আরবীতে উল্লেখ। আরবী অক্ষরের অনারবী প্রতিবর্ণায়নের জটিলতা এড়ানোর ক্ষেত্রে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সচরাচার এ পদ্ধতি ব্যবহার হতে দেখা না গেলেও প্রয়োজনের বিচারে এটি এক মাইলফলক হতে পারে। এছাড়াও গ্রন্থনা পদ্ধতি, ভাষার প্রয়োগ, উসূল ফিক্‌হ তথা ইসলামী আইনের নীতিমালাশাস্ত্রেও পরিভাষাসমূহের বঙ্গানুবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বইটি এ বিষয়ক পূর্ব রচনা থেকে অনেক গুণে অগ্রগামী।

গ্রন্থটি পর্যালোচনা করেছেন:
মারুফ বিল্লাহ
স্নাতকোত্তর গবেষক, তুলনামূলক আইন বিভাগ, নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান
ইমেইল: marufiium@gmail.com